এপিঠ ওপিঠ

সমদর্শী

কাজকে প্রশ্রয় দিলে, শুরুতেই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুললে পরিণামটা যে কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে এবারের এইচএসসি পরীক্ষা। সারাদেশে চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শাব্দিক অর্থেই তা যথার্থ পরীক্ষা কি-না সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। রাজধানী ঢাকা এবং কয়েকটি জেলা শহর ছাড়া অন্যান্য এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার নামে চলছে প্রহসন। মোট কথা, খুব কমসংখ্যক পরীক্ষা কেন্দ্রই আছে যেগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা আমাদের অনুমানের কথা নয়। প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতেই আমরা এ রকম রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। এইচএসসি পরীক্ষার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, নকল প্রবণতা রোধে এবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা আলোকপাতও করেছিলাম। মনে যদিও যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো, তবু আমরা সেই সন্দেহ নিয়েই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে, চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমাদের সে আশা ভঙ্গ হয়েছে। মাত্র কয়েকদিনের পরীক্ষায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে তা একদিকে যেমন নিন্দনীয়, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র জাতির জন্যে এক পরম দুশ্চিন্তার বিষয়। এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনেই ঢাকা মহানগরীর ২৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটিতে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে পাঁচজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। আর সারাদেশে সেদিন বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৫ সহস্রাধিক। পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে একই অভিযোগে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো আরও বেশী।

নকল অবাঞ্ছিত হলেও শক্তি প্রয়োগ করে একবারে যে একে নির্মূল করা যাবে না সে ব্যাপারে দ্বিমত পোষণের কোন কারণ থাকতে পারে না। এটা একবার নয়, বহুবারই প্রমাণিত হয়ে গেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক রেখে যে নকল বন্ধ করা যায় না বা গোলযোগ-বিশৃঙ্খলা দমন করা যায় না সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সন্দেহ নেই, পূর্ববর্তী যে কোন সরকারের আমলের চাইতে বর্তমান সরকারের আমলে, বিশেষ করে শেখ শহীদুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করার ব্যাপারে অধিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগেই বলেছি, এ জন্যে কতিপয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে যে সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আগেই আলোকপাত করা হয়েছে।

কিন্তু কথায় বলে 'চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী।' সেই আয়ুব খানের আমলে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তোগলকী শিক্ষা নীতির ফলশ্রুতিতে পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকল করার প্রবণতা যে শুরু হলো এবং প্রশাসন শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশংকায় নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের যে প্রশ্রয় দেয়া শুরু করলো তারই জের চলছে এখন যুগ পরম্পরায়। আয়ুব খানের আমলে তো একবার রীতিমত অটোপ্রমোশনের জিগির শুরু হলো। অর্থাৎ পরীক্ষা না দিয়েই প্রমোশনের দাবী। কোথাও কোথাও এমন দাবী মেনেও নেয়া হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো যে, দেশের নানা জায়গা থেকেই অটোপ্রমোশনের দাবীতে মিছিলের খবর পাওয়া যাচ্ছিলো। স্বাধীনতার পরেও প্রথম প্রথম এমন দাবী উচ্চারিত হয়েছিলো কোন কোন স্থানে। কিন্তু সরকারীভাবে এমন দাবীকে তখন প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। যে কারণে অটোপ্রমোশনের দাবী আর পরবর্তীতে ওঠেনি। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে কোন সরকারের পক্ষেই যে কাজটি করা সম্ভব হয়নি— তাহলো পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা। স্বাধীনতার এই ১৮ বছর সময়কালে শিক্ষা তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উচিত ছিলো পরীক্ষা কেন্দ্রে সকল প্রকার অসদুপায় অবলম্বনের পথ বন্ধ করা।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সে রকম কিছু তো হয়ই নি, বরং নকল প্রবণতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। আর সবচে' বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে অতীতে পরীক্ষায় নকলকারীদের দেখা হতো ঘৃণার চোখে। তখন এদের সংখ্যা ছিলো নিতান্তই কম। পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করে কেউ ধরা পড়লে শাস্তি তো হতোই, অধিকন্তু নকলকারীদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যেতো। জনসমাজে তারা নিজেদের চেহারা দেখাতে ঘৃণা বোধ করতো। আসলে তখন তাদের মাঝে পাপ বা ঘৃণাবোধ ছিলো। আর এখন? বলতে দ্বিধা নেই এই জামানার ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় নকল করাকে মনে করে বাহাদুরীর কাজ। মনে করে পরীক্ষা পাসের এটাই মোক্ষম এবং সর্বোত্তম পন্থা। অবশ্য সকল ছাত্র-ছাত্রীই যে এক রকম তা নয়। এদের মধ্যে প্রতিভাবান বা লেখাপড়া করে ভালো ফলাফল করার প্রত্যাশী অনেক ছাত্র-ছাত্রীও আছে। তবে দিন দিন অবস্থার যে রকম অবনতি হচ্ছে তাতে ধারণা হয় ভালো ছাত্র-ছাত্রীরাও একদিন ওদের দলে মিশে যাবে। যেমন অনেকে গিয়েছেও। লেখাপড়া না করে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পাস করা যায় এবং এই অন্যায়ের কোন প্রতিকার নেই— এ রকম অবস্থা স্থায়ী ভিত্তি পেলে ভালো ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাও এক সময় বিভ্রান্ত হয়ে নকলের দিকে ঝুঁকতে পারে এবং তা করলে বিস্ময়বোধের কিছু থাকবে না।

তাছাড়া ভালো ও নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা নিরাপত্তাই বা কতটুকু দিতে পারছি? তারা কি পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে পরীক্ষা দিতে পারছে? কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে হয়তো পারছে, কিন্তু খোঁজ করলে দেখা যাবে অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রেই ভালো ও নিরীহ পরীক্ষার্থীদের শান্তি ও স্বস্তির সাথে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর একটি কারণ 'ভালো'র সংখ্যা খুব কম এবং দিন দিনই এদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষীয় ব্যর্থতা। কর্তৃপক্ষ অনেক সময় দাবী করে থাকেন দু'এক ক্ষেত্রে সামান্য গোলযোগ ছাড়া সর্বত্রই পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারও পরীক্ষার প্রথম দিন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অনেকটা সে রকমই দাবী করেছেন। কিন্তু ঠিকভাবে অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে নকলের সুযোগ দেয়া হয়েছে এসব পরীক্ষা কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে একটি কড়াকড়ি বা অসদুপায় অবলম্বনের জন্য তাৎক্ষণিক এ্যাকশন নেয়া হচ্ছে ঐ সব কেন্দ্রেই দেখা দিচ্ছে ঘোরতর গোলযোগ। কখনো কখনো এই গোলযোগের মাত্রা এতটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে যে, একেকটি শিক্ষাঙ্গন একেকটি রণাঙ্গনে পরিণত হয়ে যায়।

এ বছর বেশ কয়েকটি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে এ রকম সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। বরিশালের মুলাদী পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ৪ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হলে আরও কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী হল হতে বের হয়ে আসে এবং অন্যদের হল ত্যাগে বাধ্য করে। তারা পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নিয়ে নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, বহিরাগতদের সাহায্যে তারা হল ভাংচুর করে এবং কর্তব্যরত ইউএনও, ম্যাজিস্ট্রেটসহ পরিদর্শকদের ওপর চড়াও হয়। শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসলেও এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় একজন পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে বলে জানা যায়। আর আহত হয়েছে কয়েকশ' লোক। ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জের শিবালয় কেন্দ্রেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। প্রকাশ, ঢাকা হতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের একটি বিশেষ টীম শিবালয় কেন্দ্রের নকলরত ৬৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করলে ২/৩ হাজার লোক জেলা প্রশাসকের গাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ ফাঁকা গুলী করেও যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয় তখন পার্শ্ববর্তী থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ আনতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল তরুণরা ঢাকা-আরিচা সড়কেও যানবাহনের ক্ষতি করে। মানিকগঞ্জের মহাদেবপুর কেন্দ্রের গোলযোগ বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশকে প্রথমে লাঠি চার্জ এবং পরে ৭ রাউণ্ড গুলী ছুঁড়তে হয়েছে। এ ঘটনায় ১০ জন পুলিশসহ আহত হয়েছেন দেড় শতাধিক ব্যক্তি। এদের মধ্যে বহিরাগত মহিলাও রয়েছেন ৬ জন। জামালপুরের মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ কেন্দ্রের খাতা পুড়িয়ে দেবার জন্য বাতিল করা হয়েছে কেন্দ্র দু'টির পরীক্ষা। আর তাই মাদারগঞ্জে উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী অফিসার এবং স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে করা হয়েছে অগ্নি সংযোগ। নকলের দাবীতে সীরেশ্বরাই কলেজের ছাত্ররা মিছিল করেছে। তারা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বেরিকেড সৃষ্টি করে কিছুক্ষণের জন্য সড়ক যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। ঢাকা-আরিচা সড়কেও গাড়ী ভাংচুরসহ যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয় এক ঘন্টা। শুধু তাই নয় এই সড়কে ১৫টি খুঁটি থেকে তার বিচ্ছিন্ন করে টেলিযোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

এমন অবস্থা কম-বেশী সর্বত্রই। যে কেন্দ্রেই অসদুপায় অবলম্বনের জন্য পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেয়া হয়েছে সেখানেই ঘটে গেছে মারাত্মক রকমের গোলযোগ। আর গোলযোগের প্রকৃতি যে কেমন তা উপরোক্ত বিবরণ থেকেই উপলব্ধি করা সম্ভব। নকল করে পরীক্ষায় পাসের জন্য ছাত্ররা কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে উপরোক্ত ঘটনাবলীই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রতিবছরই নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেই সাথে হ্রাস পাচ্ছে আমাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। কেননা, যে জাতি শিক্ষায় ফাঁকি দেয় সে জাতির পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? আমরা মনে করি বিশেষ কোন কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। অনেকগুলো কারণ মিলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি। যেমন দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিও এজন্যে কম দায়ী নয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে বলেই পরীক্ষার্থীরা সীমা লংঘনের মত আচরণ প্রদর্শন করছে। আরেকটি কারণ হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধনে ব্যর্থতা। যুগ যুগ ধরে একই পদ্ধতির পরীক্ষা চলছে যা সময়ের দাবী অনুসারে সংস্কার করা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় বড় রকমের দুর্বলতাও এজন্যে কম দায়ী নয়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই লেখা-পড়ার ব্যাপারে অতীত আমলের মত কড়াকড়ি নেই। লেখা-পড়ার ব্যাপারে ছাত্রদের আগ্রহ যেমন কম, তেমনি শিক্ষকদের স্ব স্ব কর্তব্য পালনের ব্যাপারেও আন্তরিকতা সেই আগের মত আর নেই। তাছাড়া কোন কোন অভিভাবক এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিষয়টিকে উৎসাহিত করেন বলে অভিযোগ আছে। অনেক শিক্ষক-অভিভাবককে এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করতেও দেখা যায়। এই যদি হয় বাস্তব অবস্থা তাহলে আইন দিয়ে বা শক্তি প্রয়োগ করে পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা যাবে না কখনো। পরীক্ষায় নকল বন্ধ করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসহ পরীক্ষা পদ্ধতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে লেখা-পড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নকলমুখী না হয়ে শিক্ষামুখী হয় সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা জীবন শেষে চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণেও পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে ছাত্ররা কোন রকম হতাশার শিকার না হতে পারে। কেননা, হতাশা থেকেও ছাত্ররা বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। আমরা আশা করবো, সরকার এ সমস্যাটিকে যথোচিত গুরুত্ব দেবেন এবং এর সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।